দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 MAR 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নীতিমালা প্রণয়ন

তালুকদার হারুন ঃ বিদ্যালয়হীন গ্রামসমূহকে অগ্রাধিকার এবং প্রস্তাবিত স্থানের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তবে যোগাযোগ ও প্রাকৃতিক বাধার কারণে, অতি দরিদ্র শিশু, আদিবাসী শিশু, সহনীয় মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশু বা শ্রমজীবী শিশুদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দুই কিলোমিটারের বাধ্যবাধকতা শিথিলযোগ্য। এসব বিধান সংযোজন করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সরকার। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি থাকতে হবে। এই কমিটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৭ সালের ৯ নভেম্বরের জারিকৃত স্মারক অনুসারে গঠিত হবে। বিদ্যালয়ে কমপক্ষে চারজন শিক্ষক থাকতে হবে। এর মধ্যে

পৃঃ ১৫ কঃ ১

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

দুজন শিক্ষিকা থাকবেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের জন্য অনুসৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। তবে দুর্গম এলাকা, চা-বাগান এলাকা, হাওড়-বাওড়, আদিবাসী এলাকা– বিশেষ করে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জন্য এই শর্ত শিথিলযোগ্য। ওসব জেলায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০ জন হলেই চলবে। একই সাথে বিদ্যালয়ের জন্য থাকতে হবে নিজস্ব ঘর। থাকতে হবে ন্যূনতম দাফতরিক আসবাবপত্র এবং নিজস্ব ৩৩ শতাংশ জমি। ছাত্রছাত্রীদের পৃথক টয়লেট এবং বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল থাকতে হবে।

ব্যক্তির নামে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক ৩ লাখ টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রিজার্ভ ফান্ডে জমা রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই এই অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। তবে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে এই টাকার লভ্যাংশ উত্তোলন করা যাবে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন নিয়ে।

নীতিমালা অনুসারে বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন আবেদন পাওয়ার পর তিন বছরের মেয়াদের জন্য কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবেন। তবে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করলেই আর্থিক অনুদান/বেতনের সরকারী অংশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক যদি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন- তবে তিনি সাময়িকভাবে এমপিওভুক্ত হবেন। বিদ্যালয়টি স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এমপিও স্থায়ী হবে। তবে কোন কারণে বিদ্যালয় স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন না পেলে তার এমপিও বাতিল হয়ে যাবে।